SPDP
Aman/1
ব্রি ধান৭১
TRB-ARD
Mymensingh

গবেষণা মাঠে কৃষি বিজ্ঞানী ড. তমাল লতা আদিত্য -সংবাদ

উচ্চ ফলনশীল ধানের নেশায় বিজ্ঞানী তমাল

প্রতিনিধি, ফুলপুর (ময়মনসিংহ)

নারীরা সমাজে মেধা শ্রম মননশীলতাকে কাজে লাগিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। শিল্প শিক্ষা সংস্কৃতিসহ সর্বক্ষেত্রে নারীর অসামান্য অবদানের খবর প্রায়সই সংবাদ মাধ্যমে শিরোনাম হয়। কৃষিতে নারীদের আগ্রহ কম থাকে। কৃষিকে বলা হয় পুরুষদের পেশা। সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে কৃষিতে নারীরাও যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখছেন। তাদের একজন কৃষি বিজ্ঞানী ড. তমাল লতা আদিত্য। তিনি কৃষিকে বেছে নিয়েছেন পছন্দের বিষয় হিসেবে। উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান উদ্ভাবন কাজে তার অসামান্য অবদান সমাজে সমাদৃত হচ্ছে, পাচ্ছেন কাজের স্বীকৃতিও। ময়মনসিংহের ফুলপুর উপজেলার (বর্তমান তারাকান্দা উপজেলা) কুন্ডল বালিয়া গ্রামে ড. তমাল লতা আদিত্য জন্ম গ্রহণ করেন। তার শৈশব কাটে ফুলপুরের গ্রামের বাড়িতে। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসসি, এজি অনার্স ডিগ্রি নেয়ার পর তিনি উদ্ভিদ প্রজনন ও কৌলী তত্ত্ব বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। পরে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বায়োটেকনোলজি বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট এর মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃতির বড় অংশই আসে কৃষি খাত থেকে। কৃষি খাতের মূল লক্ষ্য খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা। উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান উদ্ভাবন না করতে পারলে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন সম্ভব নয়। কৃষি প্রধান এ দেশের অধিকাংশ মানুষের প্রধান পেশাই কৃষি। মূলত কৃষিকে বলা হয় পুরুষদের পেশা। বর্তমানে নারীরাও এ খাতে পিছিয়ে নেই। উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগের নেতৃত্বে সহকর্মী বিজ্ঞানীদের সমন্বয়ে ড. তমাল লতা আদিত্যের সক্রিয় ভুমিকায় আবিস্কৃত হয়েছে বিরি ৪৯, ৫০, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৬৩, ৬৬, ৭০ ও ৭১ নতুন জাতের উচ্চ ফলনশীল ধান। নতুন ধান উদ্ভাবনের জন্য ড. তমাল লতা আদিত্য ইতোমধ্যে স্বীকৃতি স্বরূপ ব্রি অ্যাওয়ার্ড ২০১৪, ঢাকা রোটারি ক্লাব থেকে প্রফেশনাল অ্যাওয়ার্ড, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন সোসাইটি পদক অর্জন করেন। সম্প্রতি খরা সহিষ্ণু স্বল্প মেয়াদী জাত ব্রি ধান ৭১ জাতের ধান চাষ করেছেন এমন কয়েকজন কৃষকের ধান ক্ষেত পরিদর্শনে ময়মনসিংহের ফুলপুর তারাকান্দা এলাকায় এসেছিলেন ড. তমাল লতা আদিত্য। সেখানেই কৃষিতে তার অবদানসহ নানা বিষয়ে তার সাথে কথা হয়। এ সময় তিনি সংবাদকে জানান, একটি নতুন ধান আবিষ্কার করতে অনেক সময় লাগে। তিনি বলেন, নতুন জাতের উচ্চ ফলনশীল ধান আবিষ্কার যেন আমার নেশায় পরিণত হয়ে গেছে। ড. তমাল লতা আদিত্য ২০১৩ সালে আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট (ইরি) ফিলিপাইন-এ একই জাতের ধানের মধ্যে বন্যা ও খরা সহিষ্ণু জিন একত্রিকরণের কাজ শুরু করেন। যা বর্তমানে প্রাথমিক জেনারেশন বাছাইয়ের কাজ চলছে। তিনি আরো বলেন, অনেক নতুন ধান আমরা আবিষবকার করে সফলতা পেয়েছি। এসব সাফল্য আমার একার নয়, একটি টিম ওয়ার্কের ফসল। একটি নতুন জাতের ধান যখন ভাল ফলন দেয় তখন আমাদের খুব ভাল লাগে। কাজ করতে ব্রি ও ইরির সিনিয়র বিজ্ঞানী ড. অরবিন্দ কুমারসহ অন্যান্য সহকর্মীদের সার্বিক সহযোগিতা পাচ্ছেন বলেও জানান তিনি। ব্রি ৫৮ জাতের ধানকে ফুলপুর তারাকান্দার বালিয়া বওলা এলাকার কৃষকরা তমাল ধান বলে চিনে। চলতি রোপা আমন মৌসুমে খরা সহিষ্ণু স্বল্প মেয়াদী জাত ব্রি ধান ৭১ এর বাম্পার ফলন হয়েছে। কম জমিতে অধিক ফলন দেখে অভিভূত কৃষকরা জানান, প্রতি বিঘায় (৩৩ শতাংশ) ২২মন ধান ফলার ঘটনা আমন মৌসুমে স্মরণকালের মধ্যে সেরা। তার এক সহকর্মী বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা আনিসুর রহমান বলেন, ড. তমাল লতা আদিত্য কাজে অলসতা পছন্দ করেন না। তার সাথে কাজ করে স্বাচ্ছন্দবোধ করছেন তারা। ড. তমাল লতা আদিত্যের বড় ভাই ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের হৃদরোগ বিভাগের চিকিৎসক ডা, গণপতি আদিত্য বলেন, ছোটবেলা থেকে তমালের কৃষির প্রতি বাড়তি আগ্রহ ছিল। শ্রমিকরা যখন ধান ক্ষেতে কাজ করতো তখন তমাল লতা দাঁড়িয়ে তা দেখতো। গাছ লাগানো তার সখ ছিল ছোটবেলা থেকেই। হয়ত সে কারণেই আমার বাবা তমাল লতা আদিত্যকে কৃষি বিভাগে পড়িয়েছেন। ড. তমাল লতা আদিত্য ময়মনসিংহবাসীর গর্ব। এলাকার সচেতন মহল তার সফলতা কামনা করেন।